

গতি

সেবা

ত্যাগ



ইনোভেশন ও অনুসৃত উত্তমচর্চা

(২০১৯-২০২০)



ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ৩৬-৪২ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

১. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ, ২০১৯-২০

ক্র:	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রকার	ইচ্ছিত ফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়নাধীন
১.	মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে নাগরিকদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান	অ্যাম্বুলেন্স কলের আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণের নিমিত্ত এ্যাপস / সফটওয়্যার প্রস্তুত ও চালুকরণ;	প্রসেস ইনোভেশন	সহজিকরণ শেষে প্রস্তাবিত নাগরিক সেবাটি অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নাগরিকদের TCV কমে যাবে এবং প্রদত্ত সেবার মান (Q)বৃদ্ধি পাচ্ছে;	বাস্তবায়িত
২.	দর্শনার্থী এবং ফায়ার লাইসেন্স প্রত্যাশীদের জন্য অপেক্ষাগার	দর্শনার্থীদের জন্য শৌচাগার সুবিধা সহ এবং ফায়ার লাইসেন্স প্রত্যাশী নাগরিকগণের জন্য কম্পিউটার-ইন্টারনেট সেবাসহ পৃথক পৃথক অপেক্ষাগার প্রস্তুত ও চালুকরণ;	সার্ভিস ইনোভেশন	সার্ভিস ইনোভেশনের আওতায় নাগরিকদের ভোগান্তি কমবে। তাছাড়া ফায়ার লাইসেন্স / ছাড়পত্র প্রত্যাশী নাগরিকগণের জন্য নির্ধারিত অপেক্ষাগারে অনলাইনে আবেদনের জন্য প্রায়ুক্তিক সুবিধা থাকায় সেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে;	বাস্তবায়িত
৩.	ফায়ার ফাইটিং গেম	বিশেষত শিশু ও তরুণদের এক্সটিংগুইশারের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপণ কাজে আগ্রহী করে তুলতে কম্পিউটার গেম তৈরি এবং বিভিন্ন মেলা, বিভাগীয় সদর দপ্তর ও অধিদপ্তরে গেমিং আয়োজন;	আইডিয়া ইনোভেশন	বিশেষত শিশু ও তরুণদের অগ্নিনির্বাপণ কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়ে অগ্নি ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে;	বাস্তবায়িত
৪.	ফায়ার সেফটি ট্রেনিং এর দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ;	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ফায়ার সেফটি ট্রেনিং সংক্রান্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ;	প্রসেস ইনোভেশন	প্রস্তাবিত নাগরিক সেবাটি অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে TCV কমে যাবে এবং নাগরিকের ভোগান্তি হ্রাস পাবে। নাগরিককে প্রদত্ত সেবার মান (Q)বৃদ্ধি পাবে;	বাস্তবায়নাধীন (২০২০-২১ সালে বাস্তবায়নের জন্য স্থানান্তরিত)
৫.	ফায়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ;	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ৬ মাস মেয়াদি ফায়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ;	প্রসেস ইনোভেশন	প্রস্তাবিত নাগরিক সেবাটি অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে নাগরিকদের TCV কমে যাবে এবং প্রদত্ত সেবার মান (Q)বৃদ্ধি পাবে;	বাস্তবায়নাধীন (২০২০-২১ সালে বাস্তবায়নের জন্য স্থানান্তরিত)

২. ২০১৯-২০ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বাস্তবায়িত সেবা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

২.১ উদ্যোগের শিরোনাম:

মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবার জন্য আবেদন।

২.২ পটভূমি:

বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধিকে ন্যূনতম চারবার ফায়ার স্টেশনে আসতে হয় (যেমন আবেদন পত্র সংগ্রহ, আবেদন পত্র জমা, অনুমতি গ্রহণ, ফি সম্পর্কে জানা এবং টাকা জমা চালান দাখিল করত রশিদ সংগ্রহ)। চূড়ান্ত সেবা পেতে সেবা গ্রহীতাকে বেশ কয়েকটি ধাপ পেরুতে হয় বিধায় সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়।

অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম আইডিয়া প্রদানকারীসহ বিদ্যমান সেবাটির প্রসেস নাগরিকের অবস্থানে দাঁড়িয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে –বিদ্যমান প্রসেস পরিবর্তন করে তাকে মোবাইল এ্যাপস-এর মাধ্যমে জনগণের নিকট সহজলভ্য করলে সেবাগ্রহীতাগণ কোন ভিজিট ছাড়া নিজ অবস্থানে থেকেই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন ফরম সংগ্রহ, আবেদন ফরম দাখিল, অনুমতি গ্রহণ এবং রশিদ সংগ্রহ করতে পারবে।

২.৩ উদ্যোগের কল্যাণ:

এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে সেবা প্রত্যাশি নাগরিকগণ কোন ভিজিট ছাড়া নিজ অবস্থানে থেকেই মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছে এবং তাদের নিম্নোক্ত কল্যাণ সাধন হচ্ছে-

- খুব সহজে গুগল প্লে স্টোর হতে এ্যাপসটি নামানো যাচ্ছে
- সেবা পেতে সেবা গ্রহীতাকে পূর্বের তুলনায় কম সময় ব্যয় করতে হচ্ছে
- বিদ্যমান ব্যবস্থায় একাধিকবার ভিজিট করতে হলেও প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেবাগ্রহীতা নিজ অবস্থান হতেই সেবাটি নিতে পারছেন
- সেবামূল্য ব্যতীত অন্য কোন খরচ (যেমন-যাতায়াত, পানাহার ইত্যাদি) করতে হবে না
- বিদ্যমান ব্যবস্থায় সেবা গ্রহীতাকে ভোগান্তি পোহাতে হতো যা লাঘব অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
- বিদ্যমান ব্যবস্থার তুলনায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেবা স্বচ্ছতা ও প্রদানকারীর জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পাবে
- মোবাইল এ্যাপস টির ২য় পর্যায়ের উন্নয়নের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা সংযোজন করা হলে অনলাইনে নাগরিকগণ অনলাইনে সেবামূল্য পরিশোধ করতে পারবেন।

২.৪ ২০১৯-২০ সালে অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন টিম:

ক্রম.	সদস্যদের নাম, পদবি	ঠিকানা
১.	মোঃ হাবিবুর রহমান পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	ইনোভেশন অফিসার
২.	শামীম আহসান চৌধুরী উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	সদস্য, ইনোভেশন টিম
৩.	আকরাম হোসেন সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা
৪.	মোঃ হেলাল উদ্দিন খাঁন উপসহকারী পরিচালক	সদস্য, ইনোভেশন টিম
৫.	মোঃ ফয়সাল আকন্দ স্টেশন অফিসার	সদস্য, ইনোভেশন টিম

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ইনোভেশন সম্পর্কিত ফটো গ্যালারী



২০১৯ সালের উত্তাবনী মেলা ও শোকেসিং অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন



ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ



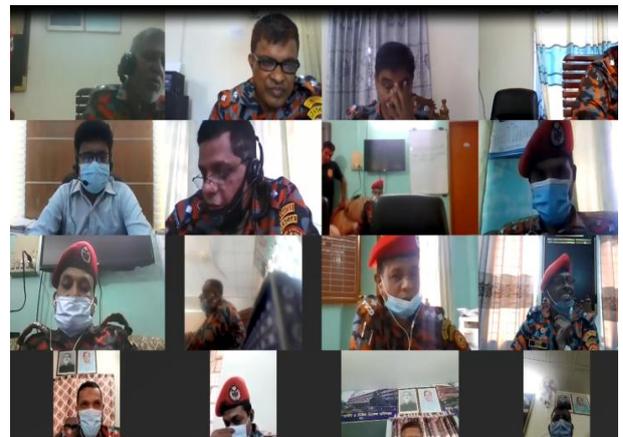
২০১৮-১৯ সালে অনুষ্ঠিত উত্তাবনী মেলা ও শোকেসিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসনে উপবিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ



দর্শনাঙ্গী এবং সেবা প্রত্যাশীদের জন্য অনলাইন আবেদনের সুবিধাসহ অপেক্ষাগার উদ্বোধন করছেন মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স



এক্সটিংগুইশারের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপণে আগ্রহী করে তুলতে প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার গেম উদ্বোধন করছেন মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স



কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে ইনোভেশন অফিসার এর সহিত ইনোভেশন টিম এবং মেন্টরগণের জুন/২০১৯ মাসের অনলাইন সভা

৩. অদ্যাবধি অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ:

(১) কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ:

উহান শহরে উদ্ভূত করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এ ভাইরাসের আক্রমণে সহস্রাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এখনও ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়ায় এবং বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করাই এখন পর্যন্ত রোগটি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় বিধায় বিস্তাররোধে বহিরাগত ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, হাত ধোয়া বিষয়ক আচার পালন, রোস্টারের মাধ্যমে রুটিন ডিউটি পালন, বাইরে থেকে আগত কর্মীদের খন্ডকালীন কোয়ারেন্টাইনে রাখা, সকল সভা/সেমিনার অনলাইনে সম্পন্নকরণসহ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ায় আগত সেবাপ্রত্যাশি ও অধিদপ্তরের কর্মীদের মাঝে আস্থা তৈরি হয়েছে।

তাছাড়া বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় অধিদপ্তর গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৭টি পানিবাহী গাড়ি দ্বারা ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং সকল বিভাগীয় দপ্তরের ২টি করে পানিবাহী গাড়ি ও প্রত্যেক জেলা সদরের ১টি করে পানিবাহী গাড়ি দ্বারা শহর এলাকায় পানিমিশ্রিত জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়েও এ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, অগ্নিদুর্ঘটনাসহ সকল জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখে ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে কিছুটা পরিবর্তিত আঞ্জিকে সকল ফায়ার স্টেশনের ২য় কল (পানিবাহী গাড়ি নয়) গাড়িতে পানির ট্যাংক স্থাপন করে শহর ও নগরের রাস্তাঘাট এবং আবাসিক এলাকায় পানির সাথে জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

(২) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্ধার ও শিবিরে দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণদানঃ

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উখিয়ার কুতুপালং এবং টেকনাফে মোট ০২টি স্যাটেলাইট স্টেশন চালু করে যেগুলো অদ্যাবধি ৩৩টি অগ্নিকান্ড ও ০২টি দুর্ঘটনাসহ মোট ৭৭ টি অগ্নিকান্ড, ২টি পাহাড় ধস, ০৮টি সড়ক দুর্ঘটনা, ২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য ১৭টি দুর্ঘটনায় সাড়া দেয়াসহ ৯০৩ জন আহত/ অসুস্থ শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিজ অ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ৩১১০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনকালে ফায়ার সার্ভিস ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। শরণার্থীদের প্রতি ফায়ার সার্ভিস এর এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা সকল মহলে একটি অনুসরণযোগ্য সাড়া হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

(৩) জাতীয় জরুরি নেটওয়ার্ক “৯৯৯”-এ অন্তর্ভুক্তি:

জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র “৯৯৯” এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিতকরা সহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীগণ অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি এ জরুরি সেবা কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ হেল্পলাইন ব্যবহার করে অধিদপ্তরের ফায়ারফাইটারগণ ২০১৯ সালে ১৭৭৪৩টি সহ এযাবৎ ৩৮১৫৭টি কলে সাড়া দিয়েছে যার মধ্যে ৮৯৩৪টি অগ্নিকান্ড ১৫৮৪টি সড়ক দুর্ঘটনা, ৬৫৯৭টি অন্যান্য দুর্ঘটনা এবং ৬২৪টি অ্যাম্বুলেন্স কল রয়েছে।

(৪) ঘূর্ণিঝড়/ সাইক্লোন:

আর্দ্র গ্রীষ্মমন্ডলে অবস্থিত বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান এদেশে মৌসুমীবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছরই সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়, [কালবৈশাখী](#) ঝড় এবং টর্নেডো বয়ে আনে। আইলা, সিডর, মহাসেন এর মতো দুর্যোগে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস এখন দক্ষ ও পরিপক্ব। ২০১৯ সালে সুপার সাইক্লোন আম্ফানসহ সারাদেশে মোট ৯৯ টি ঘূর্ণিঝড়ে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ৭১জন নিহত ও ৭৩ জন আহতকে উদ্ধার করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর উপর দিয়ে দু’দফা

ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার পর অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভেঞ্জে পড়া ও উপড়ে পড়া গাছ অপসারণ করে জনজীবনে স্বস্থি আনায় রাজধানীবাসি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

(৫) রোড টহল:

জীবনের তাগিদেই মানুষ একস্থান হতে অন্যস্থানে গমনাগমন করে আর এ দেশে গমনাগমনের অন্যতম মাধ্যম হলো সড়কপথ। বর্তমানে সড়কপথ ব্যবহারকারীদের নিকট দুর্ঘটনা একটি দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় বর্তমানে প্রতিবছর মৃত্যুহার শতকরা ৬০ জনের অধিক। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর যে কোন সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হবার পর উদ্ধারকাজে নিয়োজিত হয়। স্টেশনের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় দ্রুত সাড়া দান নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক/ মহা-সড়কের ৯৩টি স্থানে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত উদ্ধার যান ও অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট মোতায়েন করা ছিলো। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকা জেলা বাদে মোট ৫৬টি স্পটে টহল ইউনিট মোতায়েন আছে। তাছাড়া, ঈদ-পার্বনে আরো ১৮টি টহল ইউনিট বহরের সাথে যুক্ত হয় যারা দুর্যোগে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সড়ক ও নৌ টার্মিনালে গাড়ির গতিবেগ সীমিত রাখার জন্য প্রচার-প্রচারণাও চালিয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ সালে চালু হওয়া এ মহতী উদ্যোগটি জনগণের নিকট সমাদৃত হওয়ায় এখনো চালু রয়েছে।

(৬) পাহাড় ধস প্রতিরোধে কার্যক্রম:

আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলের উপরের দিকের মাটিতে কঠিন শিলার উপস্থিতি না থাকায় পাহাড় ধসের আশঙ্কা এমনিতেই বেশি। তন্মধ্যে আমরা বসবাস ও চাষাবাদের জন্য পাহাড়ের উপরের দিকের শক্ত মাটির স্তর কেটে ফেলায় পাহাড় ধস এখন প্রতি বছরের অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। গত ২০১৯ সালে ১ টি পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে যেগুলোতে ফায়ার সার্ভিস সাড়া দিয়ে ১ জন নিহত ও ৬ জন আহতকে উদ্ধার করেছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে বর্ষা আগমনের পূর্বেই সতর্কতামূলক মাইকিং ও গণসংযোগ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। বিধিবদ্ধ ও অর্পিত দায়িত্ব না হওয়া সত্ত্বেও পাহাড় ধসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের সেবা কার্যক্রম স্থানীয়মহলসহ সকলের নিকট ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

(৭) বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ:

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চল সংগঠিত আগাম বন্যায় কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, জামালপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্থানীয় ইউনিট ও ওয়াটার রেসক্যু ইউনিট সমন্বিতভাবে উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। ফলে, পানির তোড়ে সহায় সম্বল ভেসে যাওয়া এ সকল দুস্থ মানুষের নিকট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়।

(৮) পশু-পাখি উদ্ধার:

কেবল অগ্নিকাণ্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হলেই নয়, ছোট্ট থেকে ছোট্ট ঘটনায়ও ছুটে গিয়ে প্রাণ বাজি রাখছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোগী কর্মীরা। হোক সেই পশু-পাখি আর হোক মানুষ। রাজশাহীতে তারে জড়িয়ে যাওয়া বসন্ত বাউরি উদ্ধার, বগুড়ার ধুনটে পরিত্যক্ত কুপে পড়ে যাওয়া ছাগল উদ্ধার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ হতে আহত বাজ পাখি উদ্ধার, লালবাগে ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানীর পশু উদ্ধার, বহতল ভবনের কার্ণিশ হতে পোষা বিড়াল উদ্ধারের পাশাপাশি পায়ে জাল জড়িয়ে গাছে আটকে পড়া দুর্লভ হিমালয়ান গ্রিফিন শকুন এ বিভাগের তৎপরতা এবং জীবের প্রতি এ ধরনের সহমর্মিতা ও সদয় হওয়ায় আপামর জনসাধারণ ফায়ার সার্ভিস ও তাদের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্থানীয় পত্রিকাগুলোও কখনো কখনো এ ধরনের ঘটনাগুলোকে শিরোনাম করেছে।

(৯) পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে বিশেষ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা:

পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে সড়ক ও নৌ পথে যাতায়াতকারীদের প্রতিবছরই দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। এসব দুর্ঘটনায় মহিলা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠতে গিয়ে যেন দুর্ঘটনায় আহত নিহত হতে না হয় সে জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা করাসহ তাদের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট লঞ্চঘাটে সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে। এর মাধ্যমে ইচ্ছা থাকলে বিধিবদ্ধ কাঠামোর বাইরেও যে জনসেবামূলক কাজ করা যায় সে সত্যটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

(১০) কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ:

২০১১ সালে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর দুর্ঘোণ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২০০০ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরিকরণে কাজ শুরু করে। ২০১৮ সালে ২৩০ জনসহ এ পর্যন্ত মোট ৪০৭১২ জন এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি ভলান্টিয়ার রেজিস্ট্রেশন করে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আগুন ও দুর্ঘটনায় এ সকল কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীদের কৌশল কৌশল রেখে কাজ করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

(১১) কোভিড-১৯ রোগী পরিবহনে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু:

অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স দ্বারা স্পর্শকাতর ও মারাত্মক ছোঁয়াছে রোগী পরিবহন নিষিদ্ধ থাকলেও বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিশেষভাবে সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্স যোগে রোগী পরিবহন অব্যাহত রেখেছে। করোনাকালে নিজেদের জীবনকেও ঝুঁকিতে ফেলে অগ্নিসেনাদের গৃহীত এ পদক্ষেপ আক্রান্ত মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উত্তম চর্চা সম্পর্কিত ফটোগ্যালারী



কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি স্থাপনা ও সড়কে পানি মিশ্রিত জীবানুনাশক ছিটাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবৃন্দ



সংযুক্তির মাধ্যমে “৯৯৯”-এ দায়িত্বরত ফায়ার সার্ভিস সদস্য



৯৯৯ এর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত ফায়ারফাইটারবৃন্দ



রোহিঙ্গাদের দুর্ঘটনা মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স



সুপার সাইক্লোন আক্ষানসহ ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে পড়া ও উপড়ে পড়া গাছ অপসারণ করে জনজীবন স্বাভাবিক রাখায় নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীবৃন্দ





পায়ে কারেন্ট জাল জড়িয়ে গাছে আটকে পড়া দুর্লভ জাতের হিমালয়ান গ্রিফিন শকুন ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের তৎপরতায় উদ্ধার



ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কূপের ভেতর পড়ে যাওয়া ঘোড়া উদ্ধার করছে



সেবাকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে টহল দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স



পাহাড় ধসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর উদ্ধার কার্যক্রম



স্থানীয় স্নেহসেবীরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে দুর্ঘটনা মোকাবেলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে



সাম্প্রতিক বন্যায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা



ঈদে ঘরমুখো মানুষকে বোট/সি-বোট/ লঞ্জে উঠানামায় সহযোগিতা করছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীবৃন্দ



কোভিড-১৯ রোগী পরিবহণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স

৪. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ:

সেবার নাম : অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান

বিদ্যমান ধাপসমূহ	প্রস্তাবিত ধাপসমূহ
১. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনে আগমন (নাগরিক)	১. মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে তথ্য ফরম পূরণ (নাগরিক)
২. আবেদন ফরম সংগ্রহ (নাগরিক)	২. অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান (অফিস)
৩. তথ্য ফরম পূরণ (অফিস)	৩. নিয়ন্ত্রণকারীকে অবহিতকরণ (অফিস)
৪. অনুমতি গ্রহণ (অফিস)	৪. রশিদের মাধ্যমে সেবামূল্য গ্রহণ (অফিস)
৫. অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ (নাগরিক)	৫. চালানের মাধ্যমে টাকা জমাদান (অফিস)
৬. সেবামূল্য জানার জন্য স্টেশনে আগমন (নাগরিক)	
৭. চালান রশিদ সংগ্রহ (নাগরিক)	
৮. ব্যাংকে চালান জমা (নাগরিক)	
৯. জমাকৃত চালান স্টেশনে রাখিল (নাগরিক)	
১০. স্টেশন হতে রশিদ সংগ্রহ (নাগরিক)	

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র : প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১. আবেদন ফরম	১. টাকা জমার রশিদ (অফিস কর্তৃক)
২. তথ্য ফরম	
৩. চালান রশিদ	
৪. টাকা জমার রশিদ	

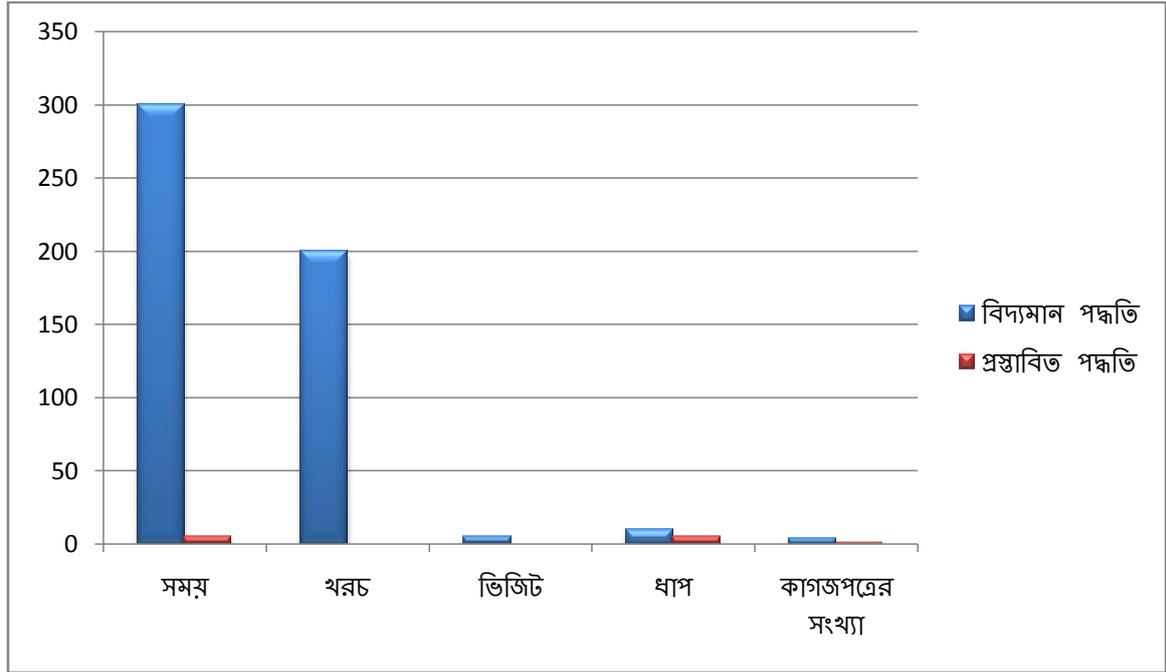
নিষ্পত্তির সময় (অ্যাম্বুলেন্স থাকা সাপেক্ষে সাড়া প্রদানের সময়) :

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
± ১দিন (১৪৪০মি.)	০৫ মি.

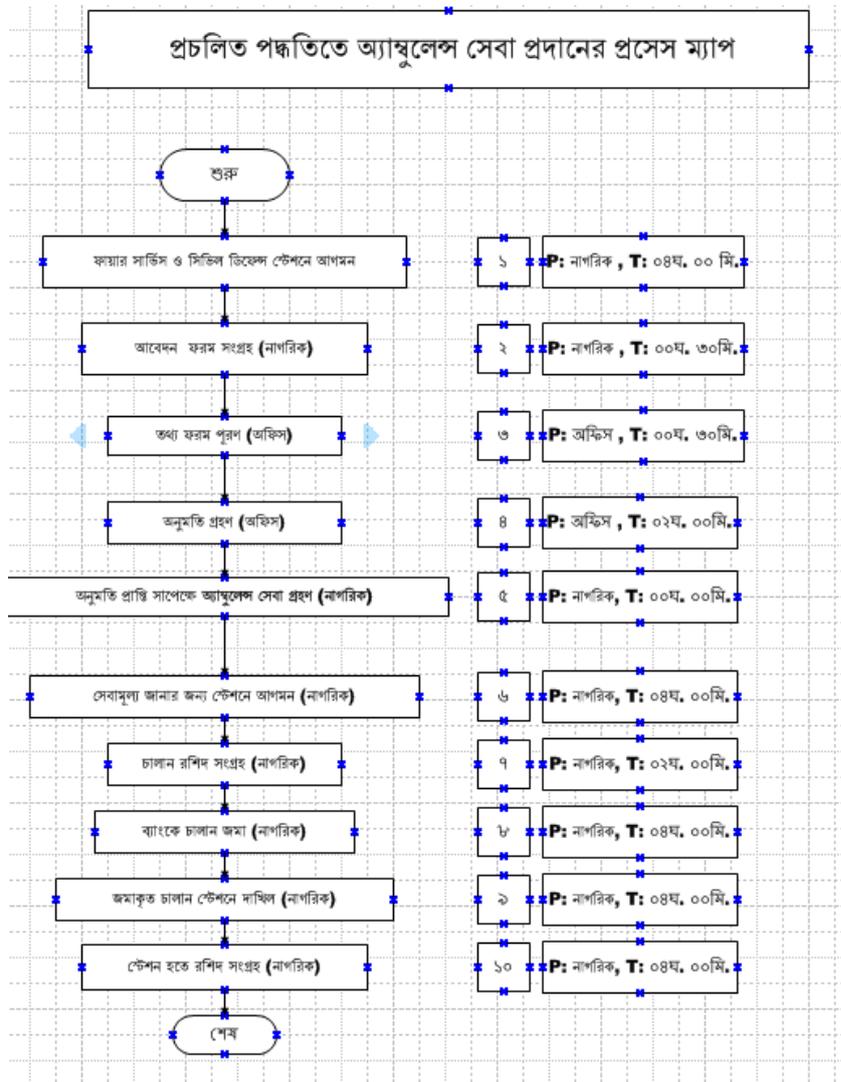
TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ:

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	± ২৪ ঘন্টা (ন্যূনতম)	০৫ মি. (সর্বোচ্চ)
খরচ (নাগরিক+দাপ্তরিক)	± ২০০ টাকা (স্টেশনের দূরত্ব অনুসারে)	X
ভিজিট	কমপক্ষে ৫ বার	একবারও না
ধাপ	১০টি (সাকুল্যে)	৫টি
জনবল+ কমিটি	২ জন (নাগরিক) ৩জন (অফিস)	৩জন (অফিস)
সেবা প্রাপ্তির স্থান	স্টেশনসমূহ	স্টেশনসমূহ
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	৪টি	১টি (অফিস)

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা:



প্রসেস ম্যাপ:



মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা সপ্রদানের প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

